Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

Department of Philosophy

BAGDOGRA, WEST BENGAL

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম সহায়িকা • ভারতীয় দর্শন

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি তত্ত্ব (The Concept of Prakṛti in Sāṅkhya Philosophy)

মূল প্রকৃতি, ত্রিগুণ, সৎকার্যবাদ এবং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিণামবাদের এক সামগ্রিক দার্শনিক সমীক্ষা

উৎস গ্রন্থ: *An Introduction to Indian Philosophy*
লেখকদ্বয়: ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত
অধ্যায় ৭: The Sāṅkhya Philosophy (পৃষ্ঠা ২৫১–২৮১)

১. ভূমিকা ও দার্শনিক পটভূমি

ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনতম ও অন্যতম প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ধারা হলো মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত **সাংখ্য দর্শন**। আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এই দর্শনের প্রামাণ্য ভিত্তিগ্রন্থ। ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *An Introduction to Indian Philosophy*-এর সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাংখ্য দর্শন মূলত এক আপসহীন **দ্বৈতবাদী বাস্তবতাবাদ (Dualistic Realism)**। এই দর্শন জগতের মূল ভিত্তি হিসেবে পরস্পর স্বতন্ত্র দুটি পরম তত্ত্বকে স্বীকার করে—চৈতন্যস্বরূপ **পুরুষ (Puruṣa)** এবং জড় জগতের মূল উপাদান-কারণ **প্রকৃতি (Prakṛti)**।

সাংখ্য অধিবিদ্যার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো 'প্রকৃতি তত্ত্ব'। বৈচিত্র্যময়, পরিবর্তনশীল ও বহুধা বিভক্ত এই ভৌতিক ও মানসিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে উদ্ভূত হলো—এর দার্শনিক অনুসন্ধানে সাংখ্যকারগণ দেখিয়েছেন যে, সমগ্র জগতের মূল উৎস হলো এক নিত্য, সূক্ষ্ম, স্বয়ংসিদ্ধ, অচেতনা ও পরিণামিনী আদি সত্তা, যার পারিভাষিক নাম 'প্রকৃতি'। চট্টোপাধ্যায় ও দত্তের ভাষায়, সাংখ্য প্রকৃতি কোনো শূন্যতা বা কাল্পনিক ধারণা নয়; তা হলো জগতের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্যের অব্যক্ত ও নিত্য সম্ভাবনাময় উৎস।

২. কার্যকারণ তত্ত্ব: সৎকার্যবাদ ও পরিণামবাদ

সাংখ্য প্রকৃতি তত্ত্বের যৌক্তিক ভিত্তি নিহিত রয়েছে তাদের বিশিষ্ট কার্যকারণ তত্ত্ব—**সৎকার্যবাদে (Satkāryavāda)**। সৎকার্যবাদের মূল কথা হলো: উৎপত্তির পূর্বেই কার্য কারণে অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম রূপে সৎ থাকে (*The effect exists in the cause prior to its production*)। কারণ ছাড়া কোনো কার্য উৎপন্ন হতে পারে না এবং অসৎ বা শূন্য থেকে কোনো সৎ বস্তুর সৃষ্টি অসম্ভব।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকরা অসৎকার্যবাদ (বা আরম্ভবাদ) প্রচার করে দাবি করেন যে, উৎপাদনের পূর্বে কার্য সম্পূর্ণ অসৎ বা অস্তিত্বহীন থাকে। ঈশ্বরকৃষ্ণ এবং সাংখ্য আচার্যগণ পাঁচটি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে অসৎকার্যবাদ খণ্ডন করে সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন (সাংখ্যকারিকা, ৯):

1. **অসদকরণাৎ (Asad-akaraṇāt):** যা একেবারেই অসৎ, তাকে কেউ কখনো সৎ করতে পারে না। হাজার চেষ্টা করলেও বালুকা থেকে তৈল বা শশশৃঙ্গ উৎপাদন সম্ভব নয়। তৈল তিলবীজে পূর্ব থেকেই সুপ্ত থাকে বলেই তা নিংড়ে বের করা যায়।
2. **উপাদানগ্রহণাৎ (Upādāna-grahaṇāt):** কোনো নির্দিষ্ট কার্য পাওয়ার জন্য মানুষ একটি নির্দিষ্ট উপাদানকেই গ্রহণ করে। দধি তৈরির জন্য দুধ প্রয়োজন হয়, জল নয়। কারণ কার্যের সাথে উপাদানের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে।
3. **সর্বসম্ভবভাবাৎ (Sarva-sambhavābhāvāt):** কার্যের পূর্বে কারণের মধ্যে কার্য না থাকলে যেকোনো কারণ থেকে যেকোনো কার্য উৎপন্ন হতে পারত। মাটি থেকে স্বর্ণালঙ্কার কিংবা কাঠ থেকে বস্ত্র তৈরি হতো। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না।
4. **শক্তস্য শক্যকরণাৎ (Śaktasya śakya-karaṇāt):** সমর্থ কারণ কেবল সেই কার্যটিই উৎপন্ন করতে পারে যা উৎপাদন করার শক্তি তার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। সুতোর বস্ত্র উৎপাদনের সামর্থ্য আছে, ঘট তৈরির নয়।
5. **কারণভাবাচ্চ (Kāraṇa-bhāvācca):** কার্য এবং কারণ মূলত স্বরূপত অভিন্ন (The cause and effect are essentially identical)। কারণের ব্যক্ত রূপই হলো কার্য, আর কার্যের অন্তর্লীন রূপই হলো কারণ।

এই সৎকার্যবাদের ওপর ভিত্তি করে সাংখ্যরা বলেন যে, বিশ্বের সমস্ত সীমিত কার্যবস্তু তাদের সাধারণ সমবায়ে এক পরম অব্যক্ত কারণে লীন হয়ে থাকে। সেই অন্তিম পরম উপাদান-কারণই হলো **প্রকৃতি**। সাংখ্য কার্যকারণ মতবাদটিকে বলা হয় **প্রকৃতি-পরিণামবাদ (Prakṛti-Pariṇāmavāda)**—অর্থাৎ কারণ কোনো ভ্রান্তি বা মায়া নয় (বিবর্ত নয়), বরং কারণ প্রকৃতপক্ষে রূপান্তরের মাধ্যমে বাস্তব কার্যে পরিণত হয় (দুধ যেমন দধিতে রূপান্তরিত হয়)।

৩. প্রকৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

চট্টোপাধ্যায় ও দত্তের গ্রন্থানুযায়ী, সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির স্বরূপের প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

- **মূলপ্রকৃতি ও অনবস্থা নিবৃত্তি (Uncaused Cause):** প্রকৃতি হলো বিশ্বের মূল কারণ, কিন্তু প্রকৃতির নিজের কোনো কারণ নেই—"মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্"। যদি প্রকৃতিরও কোনো কারণ স্বীকার করা হতো, তবে তারও কারণ খুঁজতে হতো এবং এভাবে দর্শনে 'অনবস্থা দোষ' (Regressus ad infinitum) ঘটত। তাই প্রকৃতি অজাত, অনাদি ও স্বয়ম্ভু।
- **অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম (Avyakta):** সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি থাকে অপ্রকাশিত, ইন্দ্রিয়াতীত ও নির্বিশেষ। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত (Vyakta) রূপে প্রকাশিত হয়।
- **জড় ও অচেতন (Jaḍa / Acetana):** প্রকৃতিতে কোনো চেতনাস্বরূপ চৈতন্য নেই। চৈতন্য একমাত্র পুরুষের ধর্ম। প্রকৃতি অন্ধ ক্রিয়াশীল উপাদান।
- **নিত্য ও সর্বব্যাপী (Nitya & Vibhu):** জগতের ধ্বংস বা প্রলয় হলেও প্রকৃতির বিনাশ নেই; তা উপাদানাকারে অক্ষয় থাকে। এটি দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।
- **একত্ব (Ekatva):** পুরুষ বহু হলেও প্রকৃতি এক। জগতের সব ব্যক্ত রূপের মূলে এক অবিভাজ্য প্রকৃতি বিরাজমান।
- **প্রসবধর্মী ও পরিণামিনী (Dynamic & Evolutionary):** প্রকৃতি কখনো নিষ্ক্রিয় স্থির থাকে না; তা নিরন্তর পরিণামশীল। প্রলয়কালে স্বজাতীয় পরিণাম এবং সৃষ্টিতে বিজাতীয় পরিণাম ঘটে।

৪. ত্রিগুণ তত্ত্ব: প্রকৃতির সংস্থান

সাংখ্য মতে, প্রকৃতি কোনো গুণহীন পরমাণু নয়; বরং **সত্ত্ব (Sattva)**, **রজঃ (Rajas)** এবং **তমঃ (Tamas)**—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি—"সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"।

এখানে স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরি যে, সাংখ্য দর্শনে 'গুণ' কথাটি সাধারণ ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনের মতো কোনো দ্রব্যের আশ্রিত বৈশিষ্ট্য নয়। ড. চট্টোপাধ্যায় ও ড. দত্ত জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সাংখ্য মতে গুণগুলি হলো **পরম বস্তুগত উপাদান (Substantial Elements)**—যেমন তিনটি ভিন্ন রঙের সুতো পাকিয়ে একটি অখণ্ড দড়ি তৈরি হয়, ঠিক তেমনই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পরের সাথে সম্মিলিত হয়ে প্রকৃতি নামক অখণ্ড পরম সত্তা গঠন করে।

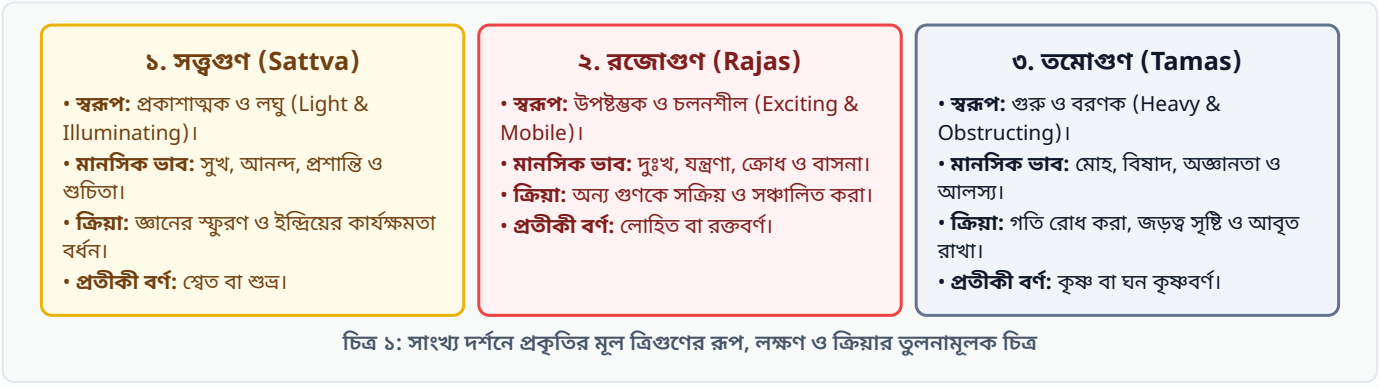

চিত্র ১: সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির মূল ত্রিগুণের রূপ, লক্ষণ ও ক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র

এই তিন গুণের মধ্যে বিরোধ এবং সহযোগিতা যুগপৎ বিরাজ করে। যেমন প্রদীপের শিখার ক্ষেত্রে সলতে, তেল এবং আগুনের স্বভাব পরস্পরবিরোধী হলেও তারা সম্মিলিত হয়ে সুন্দর আলোক প্রদান করে; ঠিক তেমনই ত্রিগুণ পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক হলেও মিলিতভাবে জগতের সমস্ত সৃষ্টি ও জীবনের বিচিত্র অনুভব রচনা করে। যখন এই তিন গুণের শক্তি সমান ও পারস্পরিক নিরপেক্ষ থাকে, তখন তাকে বলা হয় **সাম্যাবস্থা (State of Equilibrium)** বা প্রলয়। যখন কোনো এক গুণ অন্যকে পরাভূত করে প্রাধান্য পায়, তখনই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়।

৫. প্রকৃতির অস্তিত্বের সপক্ষে পঞ্চবিধ যুক্তি

যেহেতু মূল প্রকৃতি অতীব সূক্ষ্ম, সেহেতু একে সাধারণ চর্মচক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ না হলেও অনুমানের মাধ্যমে এর বাস্তব অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। সাংখ্যকারিকা-র ১৫ ও ১৬ নং কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধনে পাঁচটি অকাট্য অনুমিতি তুলে ধরেছেন, যা চট্টোপাধ্যায় ও দত্তের গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:

1. **ভেদানাং পরিমাথাৎ (Bhedānāṁ parimāṇāt):** জগতের যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু—যেমন নদী, পর্বত, গাছপালা, দেহ—পরিমিত, সসীম ও খণ্ড খণ্ড। পরিমিত বস্তু কখনো জগতের মূল উৎস হতে পারে না; প্রতিটি পরিমিত বস্তুর পেছনে কোনো অপরিমিত ও সীমাহীন সত্তা থাকতে হবে। সেই অসীম আধারই হলো প্রকৃতি।
2. **সমন্বয়াৎ (Samanvayāt):** জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—সব বস্তুই সুখ, দুঃখ বা মোহের কারণ। যেমন একই মিষ্টান্ন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে সুখের, অতিরিক্ত আহারের পর পীড়াদায়ক (দুঃখের) এবং রোগাক্রান্তের কাছে উপেক্ষার (মোহের)। এই সার্বজনীন সাধারণ ধর্ম প্রমাণ করে যে সমস্ত বস্তুর উৎস এমন এক অভিন্ন উপাদান, যা সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সমাহারে গঠিত।
3. **শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ (Śaktitaḥ pravṛtteśca):** কোনো বস্তু তখনই উৎপন্ন হতে পারে যখন তার মূল কারণের ভেতর সেই সামর্থ্য বা শক্তি অব্যক্তভাবে উপস্থিত থাকে। সমস্ত জগতের অভিব্যক্তির জন্য যে বিশ্বজনীন সৃজনী শক্তির প্রয়োজন, তা কেবল প্রকৃতির মধ্যেই বিরাজমান।
4. **কারণকার্যবিভাগাৎ (Kāraṇa-kārya-vibhāgāt):** সৃষ্টির সময় কারণ থেকেই কার্যের প্রকাশ বা ভেদ দেখা দেয়। গাছ জন্মায় বীজ থেকে, ঘট উৎপন্ন হয় মাটি থেকে। সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় ব্যক্ত রূপ সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চিতভাবেই এক অভিন্ন কারণে একীভূত ছিল।
5. **অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য (Avibhāgāt vaiśvarūpyasya):** প্রলয়কালে বিশ্বজগতের সমস্ত ব্যক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ পুনর্বার কারণে ফিরে গিয়ে অবিভক্ত রূপ ধারণ করে। যেমন জলবিন্দু সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে আবার সমুদ্রে বিলীন হয়। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে এবং ধ্বংসের পরে যার কোলে বিশ্বজগৎ শান্ত থাকে, তা-ই হলো প্রকৃতি।

৬. জগৎ-বিবর্তন প্রক্রিয়া ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

প্রকৃতি জড় ও অন্ধ হলেও বিবর্তনের জন্য পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের এই সংযোগকে সাংখ্য দর্শনে **পঙ্গু ও অন্ধের সংযোগ (Analogy of the Blind and the Lame)** বলা হয়েছে। পুরুষ পঙ্গু কিন্তু চক্ষুষ্মান (চৈতন্যযুক্ত কিন্তু অক্রিয়), আর প্রকৃতি অন্ধ কিন্তু দ্রুত পদচারণে সক্ষম (ক্রিয়াশীল কিন্তু অচেতনা)। উভয়ের সংযোগে সৃষ্টির সূচনা ঘটে।

সৃষ্টি কোনো উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক ঘটনা নয়। বিবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বিমুখী—পুরুষের **ভোগ** (অভিজ্ঞতা লাভ) এবং চরম **অপবর্গ** (কৈবল্য বা মুক্তি লাভ)। পুরুষের সান্নিধ্যে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়ে গুণের আলোড়ন ঘটে। একে বলা হয় গুণক্ষোভ।

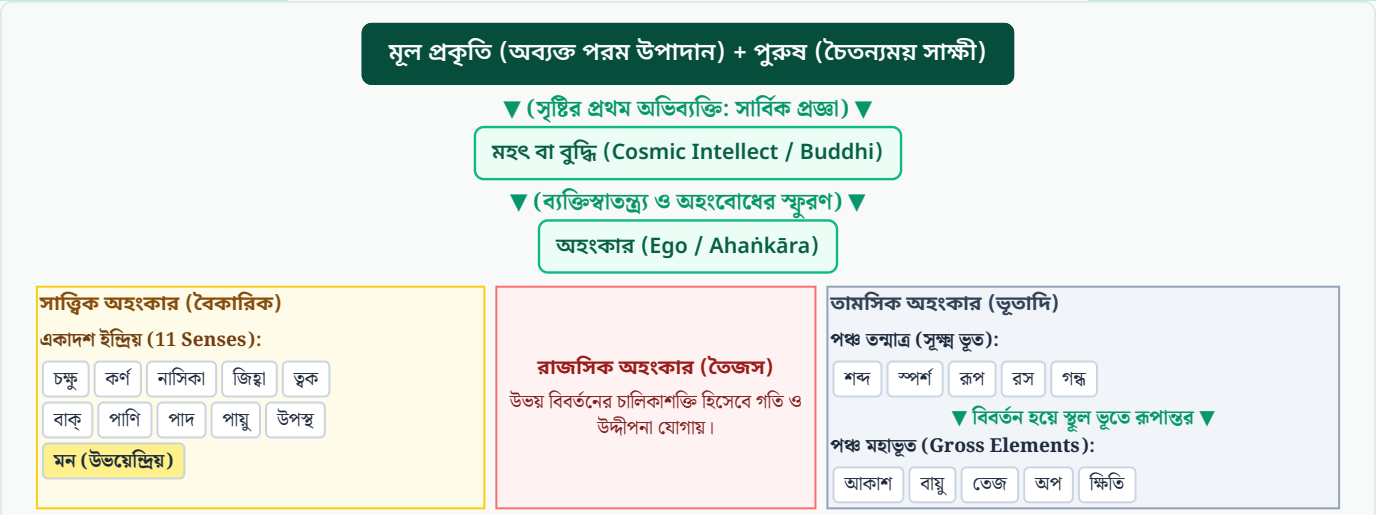

চিত্র ২: সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি থেকে পঞ্চবিংশতি (২৫টি) তত্ত্বের ক্রমবিবর্তন প্রবাহ

তত্ত্বের চতুর্বিধ দার্শনিক শ্রেণীকরণ:

সাংখ্য দর্শনে মোট ২৫টি তত্ত্বকে কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে চারভাগে ভাগ করা হয়:

বিভাগ	তত্ত্বের সংখ্যা	নির্দিষ্ট তত্ত্বসমূহ	দার্শনিক স্বরূপ
১. কেবল প্রকৃতি (প্রকৃতিরেব)	১টি	মূল প্রকৃতি	কেবল কারণ, কারও কার্য নয় (অমূলক)।
২. প্রকৃতি-বিকৃতি	৭টি	মহৎ, অহংকার এবং পঞ্চ তন্মাত্র	পূর্ববর্তীদের কার্য, কিন্তু পরবর্তীদের কারণ।
৩. কেবল বিকৃতি (বিকৃতিরেব)	১৬টি	একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত	কেবল কার্য, এরা অন্য কোনো নতুন তত্ত্ব তৈরি করে না।
৪. ন প্রকৃতি ন বিকৃতি	১টি	পুরুষ	কার্যও নয়, কারণও নয়; নির্গুণ, নিত্য চৈতন্য।

৭. আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা ও দার্শনিক মূল্যায়ন

চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে দেখিয়েছেন যে, সাংখ্য প্রকৃতি তত্ত্ব আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সাথে অবিশ্বাস্যরকম সঙ্গতিপূর্ণ:

- **শক্তির অবিনশ্বরতা নীতি (Conservation of Energy):** আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল নীতি হলো শক্তি অবিনশ্বর; একে ধ্বংস করা যায় না, শুধু রূপান্তর করা যায়। সাংখ্য প্রকৃতি পরিণামবাদ ঠিক এই কথাই বলে—জগতের কোনো কিছুই ধ্বংস হয় না, কারণ রূপে সুপ্ত থাকে এবং পুনরায় কার্যরূপে আবির্ভূত হয়।
- **যান্ত্রিক বনাম সপ্রয়োজন বিবর্তন (Teleological Evolution):** স্পেন্সার বা ডারউইনের জড় বিবর্তনবাদ অন্ধ ও যান্ত্রিক। কিন্তু সাংখ্য বিবর্তনবাদ যান্ত্রিক নয়, তা সপ্রয়োজন (Teleological)। জড় প্রকৃতি চৈতন্যময় পুরুষের আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এই বিচিত্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে। যেমন গাভীর অজ্ঞ স্তনদুগ্ধ বাছুরের পুষ্টির জন্য আপনা থেকেই ক্ষরিত হয়, তেমনই অচেতন প্রকৃতিও পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত কাজ করে।

৮. উপসংহার

পরিশেষে ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় যে, সাংখ্য প্রকৃতি তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অতুলনীয় বৌদ্ধিক কীর্তি। ঈশ্বর ও অলৌকিক হস্তক্ষেপে বিশ্বাস না করেও সম্পূর্ণ যুক্তি, সৎকার্যবাদ ও কার্যকারণের ওপর নির্ভর করে সমগ্র মহাবিশ্ব এবং মানবমনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার এমন সুসংহত প্রয়াস প্রাচীন বিশ্বে বিরল। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানই মানুষকে সমস্ত দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করে পরম কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

আকর গ্রন্থ ও পাঠ্য নির্দেশিকা:

১. ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত — *An Introduction to Indian Philosophy* , সপ্তম সংস্করণ, অধ্যায় ৭: The Sāṅkhya Philosophy (পৃষ্ঠা ২৫১–২৮১)।
২. ঈশ্বরকৃষ্ণ — সাংখ্যকারিকা (বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীসহ)।
৩. ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত — *A History of Indian Philosophy*, ভলিউম ১, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।
৪. ড. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — ভারতীয় দর্শন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।